ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৩ বর্ষ ১৫-১৬তম সংখ্যা   ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta)   ১৬ ভাদ্র ১৪২৬, ৩১ আগস্ট ২০১৯

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৫ আগস্ট ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান এবং প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শোক দিবস পালিত

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১৫ আগস্ট ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান ভবন ও হলসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। এছাড়া, সকাল ৭:০০টায় সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হল ও হোস্টেলের প্রাধ্যক্ষ ও ওয়ার্ডেন, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ, প্রক্টর, অফিস প্রধানগণ, শিক্ষক, ডাকসু'র নেতৃবৃন্দ, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের উপাচার্যের বাসভবনে জমায়েত, সেখান থেকে সকাল ৭.৩০টায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের (ধানমন্ডি ৩২ নম্বর) উদ্দেশ্যে যাত্রা এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদুল জামিয়াসহ প্রত্যেক হল ও আবাসিক এলাকার মসজিদে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহ্ফিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অন্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৫ আগস্ট ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী উপস্থিত ছিলেন।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের রূপকার ছিলেন বঙ্গবন্ধু-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ডাকসু'র সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের রূপকার হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, তিনি দেশের সুবিধা বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করেছিলেন। এদেশের গরীব ও দুঃখী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করাই ছিল তাঁর রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২২ আগস্ট ২০১৯ অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে ডাকসু আয়োজিত স্মারক বক্তৃতা (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

মুজিববর্ষকে সামনে রেখে ঢাবি শিক্ষার্থীদের বেতনাদি অনলাইনে গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ফি ও বেতন প্রথমবারের মতো অনলাইনে গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহকে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ক্লিন ক্যাম্পাস উইক' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। মুজিববর্ষকে সামনে রেখে বিভিন্ন কল্যাণধর্মী কাজের অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২৭ আগস্ট ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, সিনেট সদস্য ও ছাত্রলীগ সভাপতি রেজওয়ানুল হক শোভন, ডাকসু'র ভিপি মো. নুরুল হক, মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের প্রতিনিধি অধ্যাপক আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মো. আমিরুল ইসলাম সহ বঙ্গবন্ধু সমাজকল্যাণ পরিষদ, কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধে পরাজয় মেনে নিতে পারেনি বলেই স্বাধীনতা বিরোধী কুচক্রী মহল জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। ইতিহাস থেকে তাঁর নাম মুছে দিতে চেয়েছিল। তাদের সে ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। শিশু-কিশোর-যুবক সহ সকল বয়সের মানুষের মাঝে আজ বঙ্গবন্ধুর জীবন- দর্শনের প্রভাব প্রবাহিত হচ্ছে। তাই জীবিত মুজিবের চেয়েও মৃত মুজিব এখন অনেক বেশী শক্তিশালী। শিশুরা আজ বঙ্গবন্ধুর ছবি, ৭ মার্চের ভাষণের ছবি, তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ছবি আঁকছে। গ্রাম, গঞ্জ, পাড়া, মহল্লা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁকে নিয়ে আলোচনা চলছে। ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বঙ্গবন্ধুর জীবন-দর্শন ভিত্তিক কর্মনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে উপাচার্য বলেন, তাহলেই তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

ডাকসু'র উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস পালিত

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১৫ আগস্ট ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন করে।

দিবসটি উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে ডাকসু'র নেতৃবৃন্দ ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে ডাকসু'র এজিএস মো. সাদ্দাম হোসেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক মো. আরিফ ইবনে আলী, সংস্কৃতি সম্পাদক আসিফ তালুকদার, ক্রীড়া সম্পাদক শাকিল আহমেদ তানভীর, সদস্য মুহা. মাহমুদুল হাসান এবং রাইসা নাসের উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, ডাকসু'র সভাপতি ও উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানসহ ডাকসু'র নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদুল জামিয়ায় বাদ জোহর অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহ্ফিলে অংশগ্রহণ করেন।

'কালো দিবস' পালিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কালো দিবস' উপলক্ষ্যে গত ২৩ আগস্ট ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড ইউনিটের পক্ষ থেকে অধ্যাপক আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ্, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি আমিরুল ইসলাম, ডাকসু'র ভিপি মো. নুরুল হক, নির্যাতিত ছাত্র জাহিদুল ইসলাম বিপ্লব, কর্মচারী সমিতির সভাপতি সরোয়ার মোর্শেদ, কারিগরী কর্মচারী সমিতির সভাপতি মোশাররফ হোসেন এবং ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সেলিম মিয়া বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে নির্মমভাবে নিহত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ পরিবারের নিহত সকল সদস্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, ২০০৭ সালে যে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ছিল সেটি গণতান্ত্রিক সরকার নয় এবং তাদের ব্যর্থতা ও ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩ আগস্ট এই অমানবিক ও অনাকাঙ্খিত নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল। সেসময় সরকারের যদি ভাল ব্যবস্থাপনা ও ভাল দৃষ্টিভঙ্গি থাকত তাহলে এই অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটত না।

উপাচার্য আরও বলেন, সেসময় নির্যাতিত শিক্ষার্থীরা যে দাবি তুলেছিল তা ছিল ন্যায়সংগত। তখনকার সরকার ও প্রশাসন যদি সেই দাবি সঠিকভাবে অনুধাবন করত এবং সমাধানের জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিত তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ কালো দিবস পালিত হত না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সবসময় যে কোন অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করে থাকেন এবং এসব ন্যায়সংগত আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ইতিহাসের অংশ ।

২০০৭ সালে ২৩ আগস্টের ঘটনায় নির্যাতিত ও নিপীড়িত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামান বলেন, ভবিষ্যতে এই ধরনের যে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে আমরা (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৫ আগস্ট ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে ডাকসু'র নেতৃবৃন্দ ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে ডাকসু'র এজিএস মো. সাদ্দাম হোসেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক মো. আরিফ ইবনে আলী, সংস্কৃতি সম্পাদক আসিফ তালুকদার, ক্রীড়া সম্পাদক শাকিল আহমেদ তানভীর, সদস্য মুহা. মাহমুদুল হাসান এবং রাইসা নাসের উপস্থিত ছিলেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২৭ আগস্ট ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আলোচনা সভায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভাপতিত্ব করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, সিনেট সদস্য ও ছাত্রলীগ সভাপতি রেজওয়ানুল হক শোভন এবং ডাকসু'র ভিপি মো. নুরুল হক উপস্থিত ছিলেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২৭ আগস্ট ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র চত্বরে ঢাবি সাংবাদিক সমিতি আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় অন্যান্যের মধ্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল উপস্থিত ছিলেন।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের রূপকার ছিলেন বঙ্গবন্ধু–উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান 'বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ভাবনা' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, ডাকসু'র জিএস গোলাম রাব্বানী ও এজিএস মো. সাদ্দাম হোসেন আলোচনায় অংশ নেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি, শিল্প, শিক্ষা,স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বীজ রোপন করে গেছেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করার জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

স্মারক বক্তৃতায় অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, শরণার্থী পুনর্বাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, ৪০ হাজার প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, কৃষি ঋণ বিতরণ, কৃষকদের মাঝে গাভী ও সেচ পাম্প বিতরণসহ যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গঠনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাঁর দেখানো পথ ধরেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশকে সমৃদ্ধি ও উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

বাংলাদেশের প্রবীণতম রাজনীতিবিদ, মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-এর সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৪ আগস্ট ২০১৯ এক শোকবাণীতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, শুধু বাংলাদেশেই নয় এই উপমহাদেশের রাজনীতির একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণতন্ত্র, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখতে তাঁর যে ভূমিকা তা জাতীয় ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তিনি গরীব ও মেহনতি মানুষের স্বার্থ রক্ষায় আজীবন সংগ্রাম করেছেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বর্ষীয়ান এই রাজনীতিকের অবদান চিরকাল দেশবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অপূরনীয় শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে একই বিভাগে ১৯৫২ সালে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ গত ২৩ আগস্ট ২০১৯ চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর।

রিজিয়া রহমান-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক রিজিয়া রহমান-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৭ আগস্ট ২০১৯ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অসংখ্য জনপ্রিয় উপন্যাসের লেখিকা রিজিয়া রহমানের লেখালেখির শুরু ষাটের দশকে। সেই থেকে প্রায় ৫ দশক ধরে তিনি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা ও শিশুসাহিত্য লিখে আসছেন। লেখালেখির স্বীকৃতি হিসেবে তিনি অর্জন করেছেন একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা। দেশের একজন শক্তিমান লেখিকা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি দেশবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, রিজিয়া রহমান গত ১৬ আগস্ট ২০১৯ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

জালিয়াতির অভিযোগে ৬৯জন শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিস্কার

১মবর্ষ (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি প্রক্রিয়া অবলম্বনের অভিযোগে ৬৯জন শিক্ষার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিস্কার করা হয়েছে। গত ০৬ আগস্ট ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শৃঙ্খলা পরিষদের সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এসব শিক্ষার্থী ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সাময়িক বহিস্কৃত ৬৯জন শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় এবং ৭-দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়।

২২জন গবেষকের পিএইচ.ডি., ২২জনের এম.ফিল. এবং ৩জনের ডি.বি.এ. ডিগ্রি লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ২২জন গবেষক পিএইচ.ডি., ২২জন এম.ফিল. এবং ৩জন ডি.বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেছেন। গত ৩০ জুলাই ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় তাদের এই ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন: বাংলা বিভাগের অধীনে তৌহিদুল ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে এস.এম. মফিজুর রহমান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম রফিক, সংগীত বিভাগের অধীনে প্রিয়াংকা গোপ, উর্দু বিভাগের অধীনে মো. তুতিউর রহমান, এ. সালাম, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধীনে শিপক কৃষ্ণ দেব নাথ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মো. আলী আজম খান, লোক প্রশাসন বিভাগের অধীনে আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন, রসায়ন বিভাগের অধীনে মো. আব্দুল হান্নান, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে এ. এম. এম. গোলাম আদম, আসমা আহমেদ ওয়ারেছী, লাভলী আক্তার, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে তানিয়া মান্নান, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধীনে আসমা রহমান, মো. মোকারম হোসেন, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে নাজমুন নাহার, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে রুমানা আফরোজ, শেখ আব্দুর রহিম, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে জাকারিয়া লিংকন, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে মোহসিনা আরজু এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধীনে জাকিয়া আহমদ।

এম.ফিল. ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন: ইতিহাস বিভাগের অধীনে মো. শাহীনুজ্জামান, আরবী বিভাগের অধীনে খোন্দকার নূরুল একা উম্মে হানী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে তন্নি ইয়াসমিন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে মো. আবু বাসার সিদ্দিক, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে মো. মনিরুল ইসলাম, সংগীত বিভাগের অধীনে লুৎফর মুর্শেদ চৌধুরী (রাজিব), নাহিদা আফরোজ সুমি, অদিতি রহমান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মোছা. রেখা ইয়াসমিন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মোসা. সালমা খানম, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে নূসরাত জেরিন এ্যানী, জাহানারা কলি, জি. এম. মনজুরুল মজিদ, লোক প্রশাসন বিভাগের অধীনে মাহমুদুল হক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে তামান্না মরিয়ম, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধীনে লায়লা ফাহ্‌রিয়া, মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে ফারহানা নাসরিন, এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের অধীনে আয়েশা সিদ্দিকা, জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগের অধীনে নাজমুল হাসান, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে মো. মাহবুব আলম, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধীনে সোনিয়া ইসলাম এবং সুরাইয়া পারভীন।

ডি.বি.এ. ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন: ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধীনে মোহাম্মদ নাভিদ আহমেদ, ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের অধীনে মো. আরিফুল ইসলাম এবং সৈয়দ মো. আমিনুল করিম।

শেখ কামালের ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে স্মৃতি আলোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র ও বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ কামালের ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে এক স্মৃতি আলোচনা গত ২৬ আগস্ট ২০১৯ অধ্যাপক মুজাফ্‌ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সমাজবিজ্ঞান বিভাগ এই স্মৃতি আলোচনার আয়োজন করে।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক রাশিদা ইরশাদ নাসিরের সভাপতিত্বে স্মৃতি আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক ড. কে এ এম সা'দ উদ্দিন, অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, অধ্যাপক ড. আ ক ম জামাল উদ্দীন, বঙ্গবন্ধু সমাজকল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এস এম বাহালুল মজনুন চুন্নু, শেখ কামালের সহপাঠী মাশুরা হোসেন ও মোহাম্মদ ফারুক হোসেন আলোচনায় অংশ নেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, শেখ কামাল সহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের বুলেটে নিহতদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্যই অনন্য চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। শেখ কামাল অত্যন্ত নিরহঙ্কার, নির্লোভ ও বিনয়ী মানুষ ছিলেন। তিনি একাধারে মেধাবী ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ক্রীড়াবিদ ও দক্ষ সংগঠক ছিলেন। তার জীবনচরিত নিয়ে প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ এবং গ্রন্থ সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি আয়োজকদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, শেখ কামাল ১৯৪৯ সালের ৫ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদাৎ বরণ করেন।

'কালো দিবস' পালিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)
নিজ নিজ অবস্থান থেকে ঘটনার যথাযথ মূল্যায়ন ও বিশ্লেষন করে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করব–এটিই হোক আজকের দিনে আমাদের সকলের প্রত্যয়।

দিবসটি উপলক্ষ্যে সকালে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ঢাকা বিশ্ববিদালয় সচেতন ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দের আয়োজনে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। মানববন্ধনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, অধ্যাপক ড. এম এম আকাশ এবং অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার। এছাড়া, কালো দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ২০-২৩ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী তথা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের উপর সংঘটিত অমানবিক, বেদনার্ত ও নিন্দনীয় ঘটনার স্মরণে প্রতিবছর ২৩ আগস্ট এই দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে।

ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ১০ শিক্ষার্থীর বৃত্তি লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের বিবিএ ১ম বর্ষের ১০জন অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থী 'হেনা আলম' বৃত্তি লাভ করেছেন। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম গত ১ আগস্ট ২০১৯ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ কনফারেন্স কক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আফজাল হোসেন, হেনা আলম বৃত্তির প্রতিষ্ঠাতা মিসেস হেনা আলম এবং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সন্তোষ কুমার দেব।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন– রাফি সরকার, দীপান্বিতা রায়, রবিউল হাসান, মাসুদ সরদার, মো. আরিফুল হাসান হিমেল, মো. মাসুদ রানা, জেসমিন খাতুন, মো. জাহিদুল ইসলাম, ফারজানা আক্তার মুন্নি এবং দিলওয়ারা বেগম।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

রাশিয়ার কূটনীতিক

ঢাকাস্থ রাশিয়া দূতাবাসের কাউন্সিলর এবং রাশিয়া বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের পরিচালক মেক্সিম ডবরোখোতভ গত ৫ আগস্ট ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে রুশ ভাষা কোর্সের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ নিয়েও মতবিনিময় করা হয়। রাশিয়ার কূটনীতিক আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে রুশ ভাষা কোর্স পাঠদানের লক্ষ্যে রাশিয়া থেকে শিক্ষক প্রেরণের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

বেলজিয়ামের অধ্যাপক

বেলজিয়ামের ঘেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. পিটার বোসিয়ার গত ২৭ আগস্ট ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. গোলাম রব্বানী, অধ্যাপক ড. মো. গোলাম মোস্তফা, অধ্যাপক ড. মো. রোকনুজ্জামান ও সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠককালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এসময় তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেলজিয়ামের ঘেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জলজ উদ্ভিদ ও মৎস্যবিজ্ঞান বিষয়ে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা করেন।

এরআগে, অধ্যাপক ড. পিটার বোসিয়ার মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগে "Microbial Community Management in Aquaculture" Ges "Health Management in Aquaculture" শীর্ষক পৃথক দু'টি বক্তৃতা প্রদান করেন।

এসিইউ প্রতিনিধি

দি এসোসিয়েশন অব কমনওয়েলথ্ ইউনিভার্সিটিজ (এসিইউ)-এর দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধি আদিত্য মালকানি গত ০৪ আগস্ট ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তারা শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কমনওয়েলথ্ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে একাডেমিক সম্পর্ক জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। দি এসোসিয়েশন অব কমনওয়েলথ্ ইউনিভার্সিটিজ-এর কাউন্সিল মেম্বার নির্বাচিত হওয়ায় এসিইউ প্রতিনিধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানকে অভিনন্দন জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য উপাচার্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

ঢাকাস্থ রাশিয়া দূতাবাসের কাউন্সিলর এবং রাশিয়া বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের পরিচালক মেক্সিম ডবরোখোতভ গত ৫ আগস্ট ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

দি এসোসিয়েশন অব কমনওয়েলথ্ ইউনিভার্সিটিজ (এসিইউ)-এর দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধি আদিত্য মালকানি গত ০৪ আগস্ট ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

বেলজিয়ামের ঘেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. পিটার বোসিয়ার গত ২৭ আগস্ট ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

মেকাট্রনিক্স এন্ড ইন্ড্রাষ্ট্রি বিষয়ক দিনব্যাপী সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্যোগে "Mechatronics and Industry 4.0 : Practice-oriented Education and Training for Employment" শীর্ষক দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সেমিনার গত ৪ আগস্ট ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই সেমিনার উদ্বোধন করেন। জার্মানির ব্রিমেন ইউনিভার্সিটি, ফেস্টো ডিডাকটিক এসই এবং সিনকোস ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের সহযোগিতায় এই সেমিনার আয়োজন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. লাফিফা জামালের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান প্রধান অতিথি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন ও জার্মানির ব্রিমেন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. বিভূতি রায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. শামীম আহমেদ দেওয়ান। সহকারী অধ্যাপক ড. সেঁজুতি রহমান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেন, দেশে দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিনি বিজ্ঞানী ও পেশাজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রযুক্তি খাতের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক জোরদারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এই সেমিনার এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব স্মৃতি স্বর্ণপদক ও বৃত্তি পেলেন ৭ ছাত্রী

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল মিলনায়তনে গত ২০ আগস্ট ২০১৯ 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব স্মৃতি স্বর্ণপদক, বৃত্তি প্রদান ও স্মারক বক্তৃতা-২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়। হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাকিয়া পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং কোষাধ্যক্ষ ও ট্রাস্ট ফান্ডের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন। অনুষ্ঠানে "কুসুমিত ইস্পাত: বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব" শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধু সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী হওয়ার পেছনে মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের অনন্যসাধারণ ভূমিকা ছিল। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনে তিনি পরামর্শ, সাহস ও অনুপ্রেরণা দিয়ে সকল কাজে সহযোগিতা করে গেছেন। বঙ্গমাতার জীবন ও আদর্শ অনুসরণ করে একজন ভালো মানুষ হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে নতুন প্রজন্মের ছাত্রীদের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান স্মারক বক্তৃতায় বঙ্গমাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে যে মানবিক কুসুম-কোমলতা এবং কর্তব্য নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়েছে তার উপর বিশদভাবে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে তাঁর আত্মজীবনী লেখানো এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ সময়ে সেই পাণ্ডুলিপি দখলদার সামরিক জান্তার কব্জা থেকে উদ্ধার করা বঙ্গমাতার এক সাহসিক ও বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলময় কাজ।

অনুষ্ঠানে স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী সীমা আক্তারকে "বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব স্মৃতি স্বর্ণপদক" প্রদান করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন বিভাগের ৬জন ছাত্রীকে "বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল মেধা বৃত্তি" প্রদান করা হয় । বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- মোছা. জান্নাতুল ফেরদৌস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), সম্পা দাস (সংস্কৃতি), মীম জাহান তন্বী (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), তাসনিম মোশারফ (ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট) এবং ফারহানা আক্তার (ভূগোল ও পরিবেশ) ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ ১৫ই আগস্টে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের শিকার বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব স্মরণে প্রকাশিত স্মারক সংকলন-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক হলের আবাসিক শিক্ষক অধ্যাপক ড. শাহানা নাসরীন ।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গত ১ আগস্ট ২০১৯ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল "সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য সাংবাদিকতা"। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‌্যালি, আলোচনা সভা ও কৃতী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালের ২ আগস্ট গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।

আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. কাবেরী গায়েন-এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। "সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য সাংবাদিকতা" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সহকারী অধ্যাপক শবনম আযীম।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, মানব কল্যাণ ও সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করতে হবে। অস্থিরতা, অসহনশীলতা এবং অন্যের প্রতি অশ্রদ্ধাবোধকে সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য হুমকি হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, সুচিন্তা ও স্থিরতা অবলম্বনের মাধ্যমে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে হবে। সততা, সত্যতা, সমতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মী ও তরুণ প্রজন্মকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়।

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় কবির মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৭ আগস্ট ২০১৯ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আজ বাদ ফজর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদুল জামিয়া'য় কোরানখানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ৭টায় কলাভবন প্রাঙ্গনস্থ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ জমায়েত হন। সেখান থেকে তাঁরা সকাল সোয়া ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা সহকারে কবির সমাধিতে গমন, পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করেন। পরে কবির সমাধি প্রাঙ্গণে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন নজরুল গবেষক ও জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। । এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন টুম্পা সমদ্দার প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী।

সভাপতির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ছিলেন মানবতার কবি, সাম্যের কবি, অসাম্প্রদায়িক চেতনার কবি, জগরণের কবি। তাঁর বহুমাত্রিক সাহিত্য প্রতিভার মর্মমূলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রস্ফুটিত হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবিকে ভীষণ ভালবাসতেন। তাই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পরে কবি নজরুল ইসলামকে ভারত থেকে বাংলাদেশে এনে জাতীয় কবির সম্মানে ভূষিত করেন এবং তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে তাঁর সৃষ্টিকর্ম সবসময় আমাদের প্রেরণার উৎস বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা নজরুল সংগীত পরিবেশন করেন।

সংগীত শিল্পী ফরিদা পারভীনকে 'ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ও পুরস্কার' প্রদান

দেশের বরেণ্য সংগীত শিল্পী ফরিদা পারভীনকে 'ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ও পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় "ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ট্রাস্ট ফান্ড"-এর উদ্যোগে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৪ আগস্ট ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফরিদা পারভীনের হাতে স্বর্ণপদক ও পুরস্কার তুলে দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন এসিআই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা এম আনিস উদ দৌলা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন মিসেস টুম্পা সমদ্দার। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান 'ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ও পুরস্কার' লাভ করায় জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী ফরিদা পারভীনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, লালনগীতি, নজরুল সংগীত, লোকসংগীতসহ অসংখ্য কালজয়ী গানের কিংবদন্তী হলেন শিল্পী ফরিদা পারভীন। তিনি বলেন, সংগীত শুধু চিত্তবিনোদনের জন্য নয় বরং সংগীত মানুষের মাঝে অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জাগরণ ঘটায়। সংগীতের সুর ও তালের সঙ্গে সংগীতের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত বার্তাটি থাকে সেটিকে গ্রহণ করার জন্য উপাচার্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রয়াত শিল্পী ফিরোজা বেগমের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপাচার্য বলেন, আমরা যেসব বরেণ্য শিল্পীদের নিয়ে গর্ব করি তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ফিরোজা বেগম। তিনি ছিলেন একজন উঁচু মাপের নেতৃস্থানীয় শিল্পী। তিনি নজরুল সংগীতের মাধ্যমে যেমনিভাবে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন, তেমনি নজরুল সংগীতকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন।

এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের ২০১৮ সালের বিএ সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় খন্দকার অনিকা ইসলাম "ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক" লাভ করেছেন।

উল্লেখ্য, শিল্পী ফিরোজা বেগম ১৯২৬ সালের ২৮ জুলাই ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন।

ঢাবি এবং ডিএসসিএসসি-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি)-এর মধ্যে গত ০৭ আগস্ট ২০১৯ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এবং ডিএসসিএসসি'র চিফ ইন্স্ট্রাক্টর বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এস এম কামরুল হাসান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান, ডিএসসিএসসি'র কমান্ডেন্ট মেজর জেনারেল মো. এনায়েত উল্লাহসহ ডিএসসিএসসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ বিনিময় করবে। এছাড়া, উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একাডেমিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত, মেধাসম্পদ, গবেষণা প্রবন্ধ ও প্রকাশনা আদান-প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য ডিএসসিএসসি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এই উদ্যোগের মাধ্যমে উভয় প্রতিষ্ঠান তথা জাতি অনেক উপকৃত হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার পেলেন ১০ মেধাবী শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০১৮ সালের বিএসএস (সম্মান) পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ১০জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে। গত ২৬ আগস্ট ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর. সি. মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কারের সনদপত্র ও চেক তুলে দেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মেহজাবিন বশির তুলি, শারমিন জাহান জোহা, ফায়েজ আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক সোহেল, তন্ময় সাহা জয়, নম্রতা তালুকদার অর্পা, তাহমিনা আক্তার জেনি, সুমাইয়া তানিম, শামিমা নাসরিন এবং মেহেরুন নাহার মেঘলা।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. কাবেরী গায়েনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে 'অধ্যাপক সিতারা পারভীন স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ-এর পরিচালক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী এবং মেহজাবিন বশির তুলি।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রয়াত অধ্যাপক সিতারা পারভীনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী অধ্যাপক ড. সিতারা পারভীন ছিলেন একজন সৎ, আদর্শবান ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। উপাচার্য পুরস্কার প্রাপ্তদের এবং তাদের পিতা-মাতাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদকেও জেনোসাইড সংক্রান্ত সারগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের কন্যা এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী অধ্যাপক ড. সিতারা পারভীন ২০০৫ সালের ২৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে পরিবারের পক্ষ থেকে ঢাবি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে 'অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার' প্রবর্তন করা হয়।

দুই গবেষকের বৃত্তি লাভ

অসাধারণ গবেষণা কর্মের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের ২জন পিএইচডি গবেষক 'এ. কে. এম আব্দুল হামিদ ও বেগম সেলিমা জাহান স্মারক গবেষণা বৃত্তি' লাভ করেছেন। গত ২৫ আগস্ট ২০১৯ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গবেষকদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. আব্দুল বাছির, দাতা পরিবারের সদস্য অধ্যাপক এ এইচ আহমেদ কামাল, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গবেষণার মান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি প্রয়াত এ. কে. এম আব্দুল হামিদ ও বেগম সেলিমা জাহান-এর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকগণ হলেন- দেবাশীষ ব্যাপারী (সংগীত) ও মো. শামীম মিয়া (পপুলেশন সায়েন্সেস)।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫